মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়
দর্শন বিভাগ

আলোচ্য বিষয় – যোগ দর্শনে চিত্তভূমি

Philosophy Honours
Semester - II
(CBCS)

Tufan Ali Sheikh
Assistant Professor in Philosophy
Mahitosh Nandy Mahavidyalaya

যোগ দর্শনে 'চিত্তবৃত্তি নিরোধ'কে বলা হয় যোগ। মহর্ষি পতঞ্জলির মতে **“যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ”**। যোগসূত্র-১/১১

যোগ দর্শন মতে, প্রকৃতির পরিণাম চিত্ত (বুদ্ধি, অহংকার ও মনকে একত্রে বলা হয় চিত্ত)— সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে গঠিত। এই তিনটি গুণের ভারতম্য অনুসারে চিত্তের স্তরভেদ হয়। চিত্তের এক একটি স্তরকে যোগ দর্শনে **'চিত্তভূমি'** বলা হয়েছে। এই তিনটি গুণের তারতম্য অনুসারে চিত্তের স্তর বা ভূমি **পাঁচ প্রকার**। যথা-

(১) ক্ষিপ্ত, (২) মূঢ়, (৩) বিক্ষিপ্ত, (৪) একাগ্র এবং (৫) নিরুদ্ধ।

(১) ক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত :-

চিত্তের যে অবস্থায় রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য থাকে, সেই অবস্থাকে বলে ক্ষিপ্ত বা "ক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত'। এই অবস্থায় চিত্ত অতি চঞ্চল থাকে। কোনো বিষয়েই স্থিরভাবে থাকতে পারে না, এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ধাবিত হয়। এই স্তরে, কোনো বিষয়ে স্বল্প সময়ের জন্যও চিত্ত নিবিষ্ট হতে পারে না বলে, যোগ-সমাধির পক্ষে ক্ষিপ্তভূমি সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী।

ক্ষিপ্তভূমিক চিত্তের পক্ষে তত্ত্বচিন্তা অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বরচিন্তা একেবারেই সম্ভব নয়। অধিকাংশই সংসারী জীবের চিত্ত ক্ষিপ্তভূমিক, যোগ-সাধনার অনুপযোগী।

(২) মূঢ় ভূমিক চিত্ত :-

চিত্তের যে অবস্থায় তমোগুণের প্রাধান্য থাকে, সেই অবস্থাকে বলে মূঢ় স্তর বা 'মূঢ় ভূমিক চিত্ত।'

তমোগুণের প্রাধান্যবশত চিত্ত নিষ্ক্রিয় ও মোহাচ্ছন্ন থাকে এবং তন্দ্রা, আলস্য ও অধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই স্তরে চিত্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহে এতই মুগ্ধ বা আকৃষ্ট থাকে যে তত্ত্বচিন্তা অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বরাদির চিন্তা কোনোভাবেই সম্ভব হতে পারে না।

ক্ষিপ্ত অবস্থার ন্যায় এই অবস্থাও যোগাভ্যাসের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী। সংসারে অধিকাংশ চিত্তই ক্ষিপ্ত ভূমিক অথবা মূঢ় ভূমিক।

(৩) বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত :-

চিত্তের যে অবস্থায় তমোগুণের প্রভাব হ্রাস পায় কিন্তু রজোগুণের প্রাধান্য থাকে, সেই অবস্থাকে বলে বিক্ষিপ্তস্তর বা বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত।" তমোগুণের প্রাধান্য না থাকায় চিত্ত কোনো বিষয়ে নিবিষ্ট হতে পারলেও রজোগুণের প্রাবল্যবশত তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

এই অবস্থায় চিত্ত সাময়িকভাবে কোনো বিষয়ে নিবিষ্ট হয়ে স্বল্পকাল পরেই তা অন্য বিষয়ে ধাবিত হয়। এই চিত্ত কখনো স্থির, আবার কখনো অস্থির। বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত কখনো কখনো স্বল্পকালের জন্য সমাহিত হতে পারলেও, সমাহিত অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ক্ষিপ্ত ও মূঢ় স্তর অপেক্ষা বিক্ষিপ্ত স্তর কিছুটা উন্নত হলেও তা যোগসাধনার অনুকূল নয়। বিষয়ে স্থায়ীভাবে মনঃসংযোগ না হলে যোগসাধনা সম্ভব হতে পারে না। রজোগুণের প্রাধান্যবশত বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত কোনো বিষয়েই স্থায়ীভাবে নিবিষ্ট হতে পারে না।

(৪) একাগ্রভূমিক চিত্ত :-

চিত্তের যে অবস্থায় রজঃ ও তমোগুণের প্রভাব লুপ্ত হয় এবং সত্ত্বগুণ প্রাধান্য পায়, সেই অবস্থাকে বলে 'একাগ্রস্তর' বা 'একাগ্রভূমিক চিত্ত।' রজঃ ও তমোগুণের প্রভাব দূরীভূত হওয়ায় চিত্ত অকম্পিত ও নিশ্চলভাবে একটিমাত্র বাহ্যবিষয়ে বা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নিবিষ্ট হয়। একাগ্র চিত্তের 'অগ্র' বা অবলম্বন হচ্ছে 'এক' (এক + অগ্র=একাগ্র)। এই স্তরে চিত্ত একটিমাত্র বিষয়ের প্রতি অকম্পিত দীপশিখার ন্যায় স্থিরভাবে নিবিষ্ট থাকে। কিন্তু এই অবস্থাতেও চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ হয় না- বিষয়ের সান্নিধ্যে থাকায় চিত্তে বিষয়াকার বৃত্তি থাকে।

চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ না হলেও এই স্তর যোগের অনুকূল। এই স্তরের যোগ বা সমাধিকে বলে ‘সম্প্রজ্ঞাতযোগ' বা 'সম্প্রজ্ঞাত সমাধি’। ‘সম্প্রজ্ঞাত' অর্থে 'বিশেষরূপে জ্ঞাত।

(৫) নিরুদ্ধভূমিক চিত্ত :-

চিত্তের যে অবস্থায় কোনো প্রকার বিষয়াকারবৃত্তি থাকে না, চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বৃত্তিহীন হয়, সেই অবস্থাকে বলে 'নিরুদ্ধস্তর' বা 'নিরুদ্ধভূমিকচিত্ত।'

একাগ্র অবস্থায় চিত্তের কোনো না কোনো "অর্থ" বা অবলম্বন থাকে, নিরুদ্ধ অবস্থায় চিত্তের কোনো অবলম্বনই থাকে না। নিরুদ্ধভূমিক চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিষয়মুক্ত হয়ে শান্ত, সমাহিত ও অচঞ্চল অবস্থায় বিরাজ করে। নিরুদ্ধভূমিক চিত্তেই পূর্ণ সমাধি সম্ভব। এই অবস্থায় চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হওয়ায় পুরুষ বা আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। **নিরুদ্ধভূমিক সমাধিকে বলে 'অসম্প্রজ্ঞাত যোগ' বা 'অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি'।**

The End